ধর্মের শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Dharma)

ভারতীয় শাস্ত্রে প্রবৃত্তিমূলক, নিবৃত্তিমূলক ও প্রবৃত্তিনিবৃত্তিমূলক—এই তিনপ্রকার ধর্মের উল্লেখ দেখা যায়।

প্রবৃত্তিমূলক ধর্মের মূল কথা হল চিত্তবৃত্তির পরিতৃপ্তি। চার্বাক দর্শনে এরূপ ধর্ম সমর্থিত হয়েছে। চার্বাক মতে, মৃত্যু ভয়ে ভীত না হয়ে বুদ্ধিমান মানুষের উচিত জীবনকে উপভোগ করা। কাম বা সুখই পরমপুরুষার্থ। তাঁরা বলেন—সুখ ক্ষণিক, সুখ দুঃখের তুলনায় অল্প, সুখ দুঃখ মিশ্রিত, তবু ভোগ জন্য সুখকে উপেক্ষা করা সমীচীন নয়।

নিবৃত্তিমূলক ধর্ম প্রবৃত্তিমূলক ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। নিবৃত্তিমূলক ধর্ম চিত্তবৃত্তির পরিতৃপ্তির কথা বলে না, বরং তা চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা বলে। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনে চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই যোগ বলেছেন।

প্রবৃত্তিনিবৃত্তিমূলক ধর্মে আমাদের সৎ প্রবৃত্তিগুলির পরিতৃপ্তি সাধনের কথা ও অসৎ প্রবৃত্তিগুলির বর্জনের কথা বলা হয়েছে।

ভারতীয় শাস্ত্রে মোক্ষ বা মুক্তিকে পরমপুরুষার্থ বলা হয়েছে। কিন্তু প্রবৃত্তিমূলক ও প্রবৃত্তিনিবৃত্তিমূলক ধর্ম সুখ, দুঃখ ভোগেরই কারণ হয় বলে বন্ধনের কারণ হয়, মুক্তির কারণ হয় না। মুক্তিলাভের জন্য সংসার বন্ধনের ছেদ প্রয়োজন। প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম ও প্রবৃত্তিনিবৃত্তিমূলক ধর্ম সংসার বন্ধনের কারণ। তাই মুক্তিকামীদের পক্ষে উক্ত ধর্মদ্বয় শ্রেয় হতে পারে না। মুক্তিলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নিবৃত্তিমূলক ধর্ম অনুসরণীয় অধিকাংশ হিন্দুদার্শনিক এ কথাই বলেছেন।*

ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে দুপ্রকার ধর্মের কথা বলা হয়েছে ঃ সাধারণ (general) ধর্ম ও বিশেষ (specific) ধর্ম। বিশেষ ধর্মকে স্বধর্মও বলা হয়।

মনু বর্ণাশ্রম ধর্ম ও সাধারণ ধর্মের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। বর্ণাশ্রম ধর্মের পরিকল্পনার মধ্যে হিন্দুদের সামাজিক নীতিবিদ্যা (Social Ethics) আলোচিত হয়েছে। বর্ণ ও আশ্রমের কর্তব্য বা ধর্মকে একত্রে বলা যায় সাপেক্ষ কর্তব্য বা ধর্মের বিধি (code of relative duties)। অর্থাৎ ব্যক্তির নিজ নিজ সামাজিক মর্যাদা (social status), মেজাজ (temperament), বিশেষ বিশেষ সামর্থ্য ও শক্তি অর্থাৎ ব্যক্তির নিজ নিজ অবস্থান অনুযায়ী (station in life) যে সব কর্তব্য অবশ্য পালনীয় তাই বর্ণাশ্রম ধর্ম। এই ধর্ম ব্যক্তির বর্ণ বা সামাজিক শ্রেণী এবং আশ্রম বা আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা অনুশীলনের বিশেষ স্তর সাপেক্ষ। বর্ণাশ্রম ধর্ম সাধারণ ধর্ম থেকে পৃথক।

---

* বুদ্ধদেব, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, করুণা প্রকাশনী, ১৪০৩, পৃ. ২০১-২০৩, প্রথম প্রকাশ ১৩১১।

সাধারণ ধর্ম সব মানুষের অবশ্য পালনীয়। ব্যক্তিগত সামর্থ্য, সামাজিক মর্যাদা, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণ ধর্ম পালন একইভাবে বাধ্যতামূলক (obligatory)।

বর্ণাশ্রম ধর্ম সাপেক্ষ কর্তব্যসমূহের বিধিকে (code of relative duties) বোঝায় এবং হিন্দুদের সাপেক্ষ নীতিবিদ্যা (Relativistic ethics of the Hindus) বলতে একেই বোঝায়। সামাজিক নীতিবিদ্যা এবং ব্যক্তির সামর্থ্য সাপেক্ষ নীতিবিদ্যা এর অন্তর্ভুক্ত। এই নীতিবিদ্যা প্লেটোর পরিকল্পনা থেকে পূর্ণতর এবং অধিকতর ব্যাপক, যেহেতু প্লেটো তাঁর পরিকল্পনায় কেবল সামাজিক নীতিবিদ্যাকেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

দেখা যায় যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম শর্তাধীন আদেশের (hypothetical imperative) কথা বলে। কিন্তু এ থেকে নিঃসৃত হয় না যে, সেগুলি ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। বিপরীত পক্ষে, সেগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে শর্তহীনভাবে বাধ্যতামূলক (unconditionally obligtory)। তাই দেখা যায়, ব্রাহ্মণের ধর্ম বা কর্তব্যসমূহ ব্রাহ্মণ মাত্রেরই অবশ্য পালনীয় এবং গার্হস্থ্য জীবনের কর্তব্যসমূহ গৃহস্থ মাত্রেরই অবশ্য পালনীয়। কেউ কেউ অবশ্য চতুরাশ্রমের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা বলেন। তাই বলা হয়েছে—যদিও ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—চতুরাশ্রমের এই ক্রম অধিকাংশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তবু এর ব্যতিক্রম থাকতে পারে। বিশেষ সামর্থ্য ও শক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তি পূর্ব আশ্রম জীবনাযাপন না করেই পরবর্তী আশ্রম জীবনে প্রবেশ করতে পারেন।[৮]

সাধারণ ধর্ম ঃ সাধারণ ধর্ম সব মানুষের অবশ্য পালনীয়। সাধারণ ধর্ম কতকগুলি সার্বিক নৈতিক নিয়মের নির্দেশ দেয়, যা সব মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্বধর্ম ব্যক্তিকে বিশেষ বিশেষ কর্তব্যের নির্দেশ দেয়, যা সমাজের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির সহায়ক। সাধারণ ধর্ম, যা সার্বিক ও স্বরূপতঃ নিত্য, নৈতিক জীবনের ভিত্তি স্বরূপ।

মানুষ হিসাবে প্রত্যেক মানুষের যে কর্তব্যের কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে, তাই সাধারণ ধর্ম। একে মনুষ্যত্ব ধর্ম বলে। সাধারণ ধর্ম বা মনুষ্যত্ব ধর্ম বলতে প্রধানত পাঁচটি ধর্ম বোঝায়।

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচং সংযমমেব চ।
এতৎ সামাসিকং প্রোক্তং ধর্মস্য পঞ্চলক্ষণম্।।"

অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চৌর্যহীনতা), শৌচ ও সংযম—এই পাঁচটি সাধারণ ধর্ম পদবাচ্য। এই পাঁচটি গুণ বা ধর্ম থাকলে মানুষ মানুষপদবাচ্য হয়। তাই এগুলি সাধারণ ধর্ম।*

---

৮. *The Ethics of the Hindus*, Susil Kumar Maitra, pp. 1-3.

* *গীতাধ্যান* (সমগ্র), মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, পৃ. ৩৮৫।

যাজ্ঞবল্ক্য, মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকার কতকগুলি সাধারণ ধর্মের উল্লেখ করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'তে বলেছেন ঃ

"অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দান, দম, দয়া, ক্ষান্তি—এই কটি ধর্মের সাধন।" ("অহিংসা সত্যম অস্তেয়ং শৌচম ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ, দানং দমো দয়া ক্ষান্তি সর্বেষাম ধর্মসাধনম্"।) মনু মনুসংহিতায় (৬/৯২) বলেছেন ঃ

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।।"

অর্থাৎ "ধৃতি (ধারণ বা ধৈর্য), ক্ষমা, দম (সৎ আচরণ), অস্তেয় (চৌর্যাভাব) শৌচ (দেহ ও মনের শুচিতা), ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ), ধী (শাস্ত্রজ্ঞান), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য ও অক্রোধ—এই দশটি ধর্মের লক্ষণ।"

অহিংসা ঃ ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে অহিংসাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে ("অহিংসা পরমো ধর্ম হি অহিংসৈব পরম তপঃ")। অন্য সব ধর্ম অহিংসার অন্তর্ভুক্ত। ক্ষমা, দয়া, শৌচ এবং সত্য—যা থেকে আমরা অন্যকে আঘাত করা থেকে বিরত হই—অহিংসা মূল। এর ভিত্তি হল একটি মূল নীতি যা বলে—জগতের নিম্নতম থেকে উচ্চতম প্রাণী পরস্পর সম্বদ্ধ। যে ব্যক্তি অপরকে হত্যা করে না বা অপরকে হত্যায় প্ররোচিত করে না বা হত্যাকে সমর্থন করে না, সে আনন্দ (bliss) ও ঈশ্বর লাভ করে। অহিংসার ভিত্তি হল দয়া রূপ ধর্ম পালন এবং কাম ও ক্রোধরূপ অধর্ম থেকে বিরতি। অহিংসার নীতিকে প্রকাশ করতে গিয়ে পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে ঃ "তোমার নিজের কাছে যা কাম্য নয়, তা অন্যের প্রতি করবে না", ("আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাম্ ন সমাচরেৎ")। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—"মা হিংস্যাৎ সর্বভূতানি"। অর্থাৎ 'কোন প্রাণীকে হিংসা করবে না, এই উপদেশ কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। সর্বদেশে সর্বকালে সকলের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য।

সত্য ঃ ধর্মের আর একটি দিক হল সত্য। সত্য হল সর্বোচ্চ ধর্ম। জগতের সব কিছুর মূল রয়েছে সত্য ("সত্য মূলং জগৎ সর্বম")। সত্য বাক্যকে শুচিস্নিগ্ধ করে। সত্য পুরুষার্থ সমূহের ভিত্তি এবং সুখ ও আনন্দের উৎস। সত্যের বিপরীত হল অসত্য। অসত্য বলতে মিথ্যা কথা বলা, বিশ্বাসঘাতকতা করা, অসাক্ষাতে কারও নিন্দা করা, চুরি করা ইত্যাদিকে বোঝায়। মিথ্যা প্রিয় হলেও নিন্দনীয়। যা সকল জীবের কল্যাণকর তাই সত্য। তাই মনুসংহিতায় (৪/১৩৮) বলা হয়েছে ঃ "অপরকে আঘাত না করে যা সত্য ও প্রিয় তা বলা উচিত, যদিও অপ্রিয় সত্য বলা উচিত নয়। প্রিয় হলেও মিথ্যা বলা উচিত না—এই হল সনাতন ধর্ম।"

দান ঃ দান ধর্মের আর একটি দিক। দান হল সামাজিক কর্তব্য যার মূলে রয়েছে দয়া, ত্যাগ, আর্জব (সরলতা), এবং সমতা রূপ নৈতিক ধর্ম। দাননীতির দ্বারা দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ই উপকৃত হয়। দান দাতাকে মানবিক ও উন্নত করে, গ্রহীতাকে বস্তুগতভাবে উপকৃত করে এবং সামাজিক সামঞ্জস্যের সহায়ক হয়।[৯]

মনুর মত প্রশস্তপাদও কর্তব্য বা ধর্মকে দুভাগে ভাগ করেছেন ঃ সাধারণ ধর্ম ও বিশেষ ধর্ম। সাধারণ ধর্ম সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমেই সমানভাবে পালনীয়। বিশেষ ধর্ম নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম সাপেক্ষে পালনীয়।

প্রশস্তপাদ-এর মতে সাধারণ ধর্মগুলি হল ঃ ধর্মে শ্রদ্ধা (moral earnestness) এবং ধর্মে মনঃপ্রসাদ (regard for the spiritual), অহিংসা, ভূতহিতত্ব (seeking the good of creatures), সত্যবচন, অস্তেয় (চৌর্যাভাব), ব্রহ্মচর্য, অনুপধা (purity of motive), ক্রোধবর্জন, অভিষেচন বা স্নান, শুচিদ্রব্য সেবন, বিশিষ্ট দেবতাভক্তি, উপবাস, অপ্রমাদ (moral watchfulness) অর্থাৎ আবশ্যিকভাবে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম সম্পাদন।

মনু উল্লিখিত সাধারণ ধর্মের তালিকা দেখলে বোঝা যায় যে, সেগুলি ব্যক্তির নিজের পূর্ণতা লাভের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে ক্ষমা ও চৌর্যাভাব ছাড়া সদর্থকভাবে সামাজিক কর্তব্যের কথা বলা হয়নি। এর থেকে বোঝা যায় যে, হিন্দু নৈতিকতার প্রধান লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে সকল প্রকার বন্ধন (দৈহিক ও সামাজিক) মুক্ত স্বনির্ভর ও স্বাধীন সত্তারূপে গড়ে তোলা। বস্তুত হিন্দুদের কর্মবাদ বা কর্মের নিয়মের মধ্যে এই আদর্শেরই প্রাধান্য। কর্মবাদ অনুযায়ী ব্যক্তি তার কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করে। কোন ব্যক্তি যেমন অকৃতকর্মের এবং অন্যের দ্বারা কৃতকর্মের ফল ভোগ করে না, তেমনি সে অন্যকে পরমার্থলাভে সাহায্য করতে পারে না। স্বাধীন আত্মারূপে ব্যক্তি নিজ অদৃষ্টের নির্মাতা এবং নিজ পরমার্থের নির্ধারক। একজন ব্যক্তির অদৃষ্ট তার কর্মপ্রসূত এবং একজন ব্যক্তি অন্যের জীবনকে উন্নততর করতে পারে না এবং অন্যকে নৈতিক জীবনযাপনে প্রণোদিত করতে পারে না।

মনু ও প্রশস্তপাদ উল্লিখিত সাধারণ ধর্মের তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে প্রশস্তপাদ মনুর সাধারণ ধর্মের তালিকার সঙ্গে ধর্মে শ্রদ্ধা, অহিংসা, ভূতহিতত্ব এবং অপ্রমাদকে সংযুক্ত করেছেন এবং মনুর তালিকা থেকে ধৈর্য, ক্ষমা, দম, ধী এবং বিদ্যাকে বাদ দিয়েছেন। প্রশস্তপাদ স্বীকৃত অহিংসা ও ভূতহিতত্ব ও মনু স্বীকৃত ক্ষমা

---

৯. "The Ethics of the Purāṇas", C. S. Venkateswaran, *The Cultural Heritage of India*, Vol. II, 1969, pp. 287-290.

সত্যনীতির মূলে রয়েছে আত্মার একত্বের ধারণা। এজন্য ব্যক্তির নিজেকে অন্যের সঙ্গে অভিন্ন বলে বা অন্তত সদৃশ বলে মনে করা উচিত। সত্য না বলা মানে হল অন্যকে অবিশ্বাস করা। সত্য একত্ব বোধে সহায়ক। সত্য একই সঙ্গে নৈতিক ও সামাজিক ধর্ম।

বৈদিক চিন্তায় এই ধারণা পাওয়া যায় যে, ঈশ্বরীয় তপস্যার ফলে উৎপন্ন তত্ত্ব হল ঋত ও সত্য। ঋগ্বেদে (১০/১৯০) বলা হয়েছে—"ঋতং চ সৃত্যং চ অভীদ্ধ তপসোহধ্যজায়ত" অর্থাৎ "প্রজ্বলিত তপস্যা হতে ঋত ও সত্য জন্মগ্রহণ করল।" 'ঋত' শব্দের অর্থ সত্য (truth), ন্যায় পরায়ণতা (right)। উপাসনার সার্থকতার জন্য জীবনে সত্য ও ন্যায় আচরণ কর্তব্য। বিমলকৃষ্ণ মতিলাল বলেছেন—"অনাদি অনন্ত বিশ্বব্যাপী যে নিয়মশৃঙ্খলা তার নাম ঋত। বিশ্বপ্রকৃতির বিধান যা বিজ্ঞান জগতের অধ্যেতব্য বিষয় এবং মানব হৃদয়ের অথবা মানবমনের বিধান যা দর্শন, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়—এ দুই জগতেরই বিধানকে এই বৃহত্তর নিয়মশৃঙ্খলে যদি বাঁধা যায় তারই নাম ঋত। কাজেই বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র—এ সবেরই মধ্য দিয়ে আমরা এই পরম নিগূঢ় দুর্নিরীক্ষ 'ঋত'কে ধরার চেষ্টা করে থাকি। কল্পনাটি বৈদিক ঋষিদের কল্পনা এবং কল্পনাটি সুন্দর"।* সমগ্র প্রাকৃতিক নিয়ম (ঋত) সত্যেরই প্রকাশ যা নির্ভুলভাবে ও ব্যতিক্রমহীনভাবে কাজ করে। ঋত বা সত্য সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণ ও শৃঙ্খলার সহায়ক।

অস্তেয় ঃ দান ছাড়া অন্যভাবে পর দ্রব্য গ্রহণ না করাই অস্তেয়। কোন ব্যক্তির ফেলে যাওয়া বা ভুলে যাওয়া দ্রব্য এবং কোন দ্রব্য চুরি করা জেনেও তা নিজে ভোগ করা, কোন দ্রব্য কেনাবেচার ক্ষেত্রে কম ওজন ব্যবহার করা চৌর্যবৃত্তিরই নানা রূপ। অস্তেয় বা চুরি না করা অন্যতম সাধারণ ধর্ম, কেননা এটি সকলেরই পালনীয়।

শৌচ (purity) ঃ শৌচ আর একটি সামাজিক নৈতিক ধর্ম (socio-ethical virtue)। শৌচ স্বাস্থ্যকর জীবন সুনিশ্চিত করে। শৌচ বলতে জল ইত্যাদির দ্বারা শরীরের শুচিতালাভ এবং মন থেকে সব মলিনতা দূর করাকে বোঝায়। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি কুপ্রবণতাগুলিকে সংযত করার জন্য তাদের বিপরীত, যেমন, বৈরাগ্য (ত্যাগের মনোভাব) এবং ক্ষমার অনুশীলন প্রয়োজন।

ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বা সংযম ঃ চক্ষুরাদি পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয় এবং মনকে ভোগ্য বিষয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করাই সংযম। ধর্মীয় জীবনযাপনের জন্য সকলেরই সংযম অভ্যাস করা প্রয়োজন। তাই এটি সাধারণ ধর্ম।

---

* "রাম ও কৃষ্ণ"—বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, *দেশপত্রিকা*।